পুরানো ঘাঁটিতে জিজু
রিয়াল মাদ্রিদ প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের সঙ্গে জিনেদিন জিদান।

হ্যাটট্রিকে 'মিস্টার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ' তকমায় সিলমোহর সিআরসেভেনের

ফুটবল দেবতা রোনাল্ডোর সঙ্গেই

এজন্যই জুভেন্তাস আমাকে নিয়েছে রোনাল্ডো

তুরিন, ১৩ মার্চ ঃ কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়েও সমর্থকদের ভরসা দিয়েছিলেন যোগ্য জবাব দেওয়ার। আর সেই কাজটা সম্পূর্ণ করে উঠে চেনা মেজাজেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বললেন, 'এই জন্যই জুভেন্তাস আমাকে দলে নিয়েছে।' হ্যাটট্রিকের সুবাদে জুভেন্তাসকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে তুলে রোনাল্ডো বলছিলেন, 'এদিনের ম্যাচে দারুণ কিছু করে দেখানোর দরকার ছিল, আর সেটা করে দেখানো গিয়েছে। এভাবে খেলতে পারলে আরও গর্বিত হওয়ার মতো দিন আসবে। এই জন্যই জুভেন্তাস আমাকে দলে নিয়েছে। আমি নিজের সেরাটা দিয়ে কাজটা করতে চেয়েছি। অ্যাটলেটিকো বেশ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, তবে আমরাও যে কত বড়ো দল সেই প্রমাণ দিতে পেরেছি। এবার ধাপে ধাপে সামনের দিকে তাকাতে হবে আমাদের।' এদিকে, প্রথম লেগে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কোচ দিয়েগো সিমিওনে ঠিক যে ভঙ্গিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, তেমনটা করে তাকেও বার্তা দিতে চেয়েছেন সিআরসেভেন। প্রসঙ্গত, প্রথম লেগে হারের পর অ্যাটলেটিকো সমর্থকদের ব্যঙ্গের মুখে ইশারা করে পাঁচটি আঙুল দেখিয়ে 'আমার পাঁচটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও তোমাদের শূন্য' বলে পালটা দিয়েছিলেন সিআরসেভেন। পরিসংখ্যান বলছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এদিনের হ্যাটট্রিকের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা দাঁড়াল ১২৪। আর অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ দলের ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় গোলসংখ্যা ১১৮। পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বের ৭৭ ম্যাচে ৭৭ গোলের সঙ্গে (৬৩ গোল, ১৪ অ্যাসিস্ট) সরাসরি থাকার দুরন্ত নজির গড়েছেন রোনাল্ডো। ম্যাচ শেষে তাই সেরা অস্ত্রকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত জুভেন্তাস কোচ ম্যাক্সিমিলিয়ানো আলেগ্রি বলছিলেন, 'রোনাল্ডো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাত্র একটা গোল করেছে, এটা ঠিক বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না। এদিন বক্সে ঘোরাফেরা করার জেরে সতীর্থদের যোগ্য সাহায্যে নিজেকে প্রমাণ করেছে ও। সমর্থকরাও যেরকম সমর্থন জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।' ১৯৯৬ থেকে ইউরোপীয় স্তরে ব্যর্থতা কাটাতে রোনাল্ডোতে ভরসা রাখা তুরিনে আপাতত খুশির হাওয়া। আর রোনাল্ডোর প্রাক্তন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সতীর্থ রিও ফার্দিনান্দ তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে বলেছেন, 'ফুটবলের জীবন্ত ভগবান ও। মাঠে ওর বিক্রম হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে যায় বাকি সবকিছুকে। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের রক্ষণ বিশ্বখ্যাত, আর সেই দলের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করছে রন।'

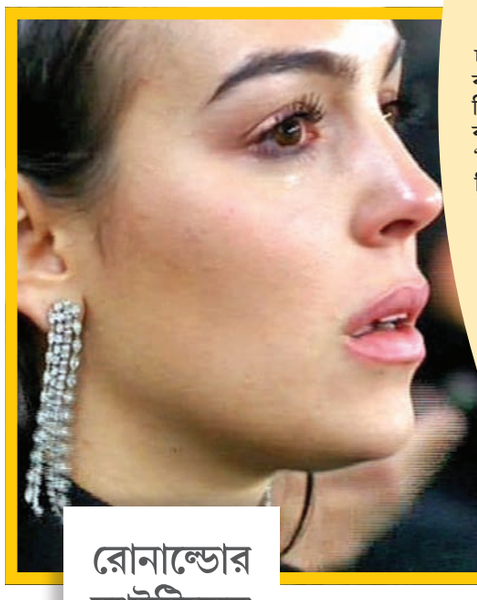

রোনাল্ডোর হ্যাটট্রিকের পর চোখে জল বান্ধবী জর্জিনার

জুভেন্তাস– ৩ (রোনাল্ডো–হ্যাটট্রিক)
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ–০
(দুই লেগ মিলিয়ে ৩–২ গোলে জয়ী জুভেন্তাস)

তুরিন, ১৩ মার্চ ঃ বোঝালেন। তিনি ফের বোঝালেন। কেন তাঁর নাম মিস্টার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। কেন ৩৪ বছরের ফুটবলারকে দলে নিতে ১০০ মিলিয়ন ইউরো খরচ করেছিল জুভেন্তাস। কেন তাঁর 'যোগ্য জবাব' দেওয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে ৯০ মিনিট আওয়াজের শব্দব্রহ্মে জুভেন্তাস স্টেডিয়াম ভরিয়ে তুললেন ওল্ড লেডি অফ তুরিনের সমর্থকরা।

ঠিক বছরখানেক আগে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর 'লেগ অফ গড'–র কাছে থেমেছিল জুভেন্তাসের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বপ্ন। সেদিন পরাজিত হলেও সিআরসেভেনের ক্যারিশমাকে করতালিতে ভরিয়ে দিতে ভোলেননি ইতালির ক্লাবের সমর্থকরা। আর বছরখানেক বাদে তাদের সেই সম্মানের পরিপূরক আনন্দে ভাসিয়ে দিলেন রোনাল্ডো। কার্যত অসাধ্যসাধনের মতোই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে ৩–০ ফলে ম্যাচ জেতালেন জুভেন্তাসকে। ০–২ ফলে গ্রিজম্যান, গোদিনদের কাছে প্রথম লেগে হারের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাউন্ড অফ–১৬ থেকেই ছিটকে যাওয়ার মুখে দাঁড়িয়েছিল জুভেন্তাস। কিন্তু ইউরোপ সেরা লিগের সবথেকে কঠিন পরীক্ষায় ওল্ড লেডি অফ তুরিনকে সসম্মানে পাস করালেন সিআরসেভেন। ম্যাচের ২৭ ও ৪৮ মিনিটে হেডে দুটি গোল করে ও ম্যাচ শেষের মিনিট চারেক আগে পেনাল্টি থেকে নিজের হ্যাটট্রিক ও জুভেন্তাসের তৃতীয় গোলটি করে ৩–২ ফলে টাই জেতালেন তিনি।

পাঁচবারের বিশ্বসেরা ফুটবলার হলেও জুভেন্তাসের জার্সিতে চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মরশুমটা খুব একটা ভালো কাটছিল না রোনাল্ডোর। গত কয়েক মরশুমে রিয়ালের জার্সিতে মিস্টার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গোলের বন্যা থাকলেও এই ম্যাচের আগে পর্যন্ত এবারের ইউরোপ সেরা লিগে মাত্র একটি গোল ছিল রোনাল্ডোর। সেই জায়গা থেকে জুভেন্তাসকে কোয়ার্টার ফাইনালে তোলার পাশাপাশি ছিল নিজের ক্যারিশমা প্রমাণের চ্যালেঞ্জ। এমনিতেই প্রবল মানসিক চাপ। তার উপর প্রতিপক্ষ এমন দল, যারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গত ১১ ম্যাচে কখনও এক গোলের বেশি হজম করেনি। কিন্তু সেই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের রক্ষণকেই ফালাফালা করে কেরিয়ারের ৫২তম হ্যাটট্রিক করলেন রোনাল্ডো। এদিনের হ্যাটট্রিকের সুবাদে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তাঁর গোলসংখ্যা দাঁড়াল ১২৪। আর অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে ২৫। শুধু গোল করাই নয়, প্রয়োজনে মাঝমাঠ–রক্ষণ সামলাতেও সমানভাবে অংশ নিতে দেখা যায় রোনাল্ডোকে। ম্যাচটায় নিজেকে প্রমাণ করতে মানসিকভাবে কতটা তেতে ছিলেন রোনাল্ডো, তাঁর প্রমাণ মিলেছে রোনাল্ডো–পুত্র, বান্ধবীর চোখেমুখে। ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়ারকে যেমন গ্যালারিতে দেখা গিয়েছে বাঁধনছাড়া উচ্ছ্বাসে মাততে, তেমনি জর্জিনা রডরিগেজ রোনাল্ডোর হ্যাটট্রিকের পর ধরে রাখতে পারেননি চোখের জল। এদিন ম্যাচের মাত্র চার মিনিটের মধ্যে জুভেন্তাসের জার্সিতে ৫০০তম ম্যাচে প্রত্যাবর্তনের সোপানটা লিখতে পারতেন জর্জিও চেলিনি। যদিও তাঁর গোল ভিএআরে বাতিল হয় অ্যাটলেটিকো গোলরক্ষক জাঁ ওব্লাক বাধা দেওয়ায়। যদিও জুভেন্তাস সমর্থকদের অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হয়নি রোনাল্ডোর 'মাথা'–র সুবাদে। খেলার ২৭ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ফ্রেডেরিকো বের্নেনডেস্কির শটে হুয়ানফ্রানকে টপকে জোরালো হেডে দ্বিতীয় পোস্টের পাস দিয়ে প্রথম গোল রোনাল্ডোর। চাপ বজায় রাখলেও প্রথমার্ধে আর গোল না এলেও দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর তিন মিনিটের মধ্যে ফের রোনাল্ডোর হেডেই ২–০ জুভেন্তাসের। সিআরসেভেনের জোরালো হেড ওব্লাক বাঁচিয়ে দিলেও রেফারি বিয়র্ন কাইপ্রাস গোলের সিদ্ধান্ত দেন। গোললাইন প্রযুক্তিতে ধরা পড়ে ওব্লাক বল বাইরে বের করার আগেই তা গোললাইন পেরিয়ে যায়। দু–গোলে পিছিয়ে অ্যাটলেটিকো খেলার ফেরার চেষ্টা করেও পারেনি। মাঝে চেলিনির হেড ও পরিবর্ত মৌউসে কেনের প্রয়াস অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে আগেই তিন গোলের লিড নিতে পারত জুভেন্তাস। যদিও ফুটবল দেবতা লিখে রেখেছিলেন রোনাল্ডোর জন্য মাপা চিত্রনাট্য। খেলা শেষের নির্ধারিত সময়ের মিনিট চারেক আগে পেনাল্টি থেকে হ্যাটট্রিক সারেন তিনি। বের্নেনডেস্কিকে আটকাতে গিয়ে বক্সে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেন অ্যাঞ্জেল কোরেয়া। যা থেকে পেনাল্টি পায় ওল্ড লেডি অফ তুরিনের ক্লাবটি। যা থেকে প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ করেন 'মিস্টার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ' ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

অ্যাটলেটিকো কোচ সিমিওনেকে ব্যঙ্গ করে সেলিব্রেশন রোনাল্ডোর

বিশ্বকাপেই অলিম্পিক টিকিট পেতে চান দীপা

বাকু (আজারবাইজান), ১৩ মার্চ ঃ হাঁটুর চোট সারিয়ে গতবছর কোটবাস বিশ্বকাপে প্রত্যাবর্তন করে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। চলতি বছরের মেলবোর্ন বিশ্বকাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও আসন্ন দুই বিশ্বকাপে আর্টিস্টিক জিমনাস্টিকসে ভালো পারফরম্যান্স করে টোকিও অলিম্পিকের টিকিট নিশ্চিত করতে চান ভারতের তারকা জিমনাস্ট দীপা কর্মকার।

ভারতের জিমনাস্টিক ফেডারেশন (জিএফআই) অনুমোদন দিয়ে দিলেও সাইয়ের জন্য বিশ্বকাপে দীপার অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। যদিও সাইয়ের সবুজ সংকেত মেলায় গত মঙ্গলবার কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দীর সঙ্গে বাকু উড়ে গিয়েছেন দীপা। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা সেই টুর্নামেন্টের পাশাপাশি দোহা বিশ্বকাপে (২০–২৩ মার্চ) নামার আগে আগরতলার তারকা বলেছেন, 'চলতি বছরে বিশ্বকাপ ছাড়াও বিভিন্ন টুর্নামেন্টের মাধ্যমে অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন সম্ভব। আমি যেকোনো উপায়ে অলিম্পিকের বার্থ নিশ্চিত করতে চাই। সামনে জোড়া বিশ্বকাপ রয়েছে। আশা করি এই দুই বিশ্বকাপে ভালো পারফরম্যান্স করে অলিম্পিকের বার্থ নিশ্চিত করতে পারব। চোট সারিয়ে ফিরে গতবছর জার্মানিতে বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলাম। সেটা বাকু ও দোহাতে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে।'

আসন্ন বিশ্বকাপে ছাত্রীর গলায় সোনা ছাড়া অন্য কিছু দেখতে রাজি নন দীপার কোচ বিশ্বেশ্বর। তাঁর কথায়, 'অলিম্পিকে বার্থ নিশ্চিত করার জন্য দীপাকে চলতি বছরে তিন–চারটি বিশ্বকাপে নামতে হবে। যেখানে সোনা জিততে পারলে অলিম্পিকে বার্থ নিশ্চিত করাটা ওর পক্ষে সহজ হবে।' বাকুতে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দীপা থাকলেও দোহাতে ফ্লোর ইভেন্টে কর্ণাটকের উজ্জ্বল নাইডু ও ভল্টে যোগেশ্বর সিং নামবেন।

টিভি থেকে ক্রিকেট, অভিষেকে ছক্কা রজতের

সঞ্জীবকুমার দত্ত ● নয়াদিল্লি

১৩ মার্চ ঃ ২০১৭–র ডিসেম্বর।

লম্বা অপেক্ষা শেষে আবারও আন্তর্জাতিক ম্যাচের স্বাদ। ফিরোজ শাহ কোটলা সরগরম বিরাট ব্রিগেডের আগমনে। মাঝের সময়টুকুতে অবশ্য দিল্লি ক্রিকেটে বড়োসড়ো পালাবদল। তর্ক–বিতর্কের ঘনঘটায় ডিডিসিএ–র চেনা ছবিটা মোটামুটি একরকম থাকলেও প্রশাসনের শীর্ষপদে নতুন মুখ। রজত শর্মা। বোকা বাক্সে 'আদালত' বসানো টিভি অ্যাঙ্কর। সর্বভারতীয় চ্যানেলের চেয়ারম্যান কাম এডিটর ইন চিফ।

এহেন রজত শর্মার হাতেই ডিডিসিএ–র ভার! টিভি থেকে বাইশ গজ–প্রকৃতঅর্থে ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে নতুন ইনিংসে এদিনই অভিষেক ঘটল। সফল আয়োজনে প্রথম ম্যাচেই ছক্কা হাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, ক্রিকেট–আদালতেও সফল হতে এসেছেন।

রাজধানী ক্রিকেট, ক্রিকেট প্রশাসন নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। দল নির্বাচনে অর্থের আস্ফালন, তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপের অভিযোগ নতুন নয়। জাতীয় দলের তারকা অমিত ভাণ্ডারীকে পর্যন্ত মার খেতে হয়েছে। ডামাডোলের বাজারে রজত শর্মাকে সামনে রেখে পিছন থেকে সফল নাটকের স্ক্রিপ্টটা লিখেছেন অরুণ জেটলি ও রাজীব শুক্লারা। আসন্ন ভোট নিয়ে বিজেপি বনাম কংগ্রেস যুদ্ধ তুঙ্গে থাকলে, ক্রিকেট–রাজনীতিতে বিজেপি জেটলি, কংগ্রেসি রাজীবের গাঁটছড়ায় বৈতরণি পার টিভি ম্যাগনেট রজত শর্মার।

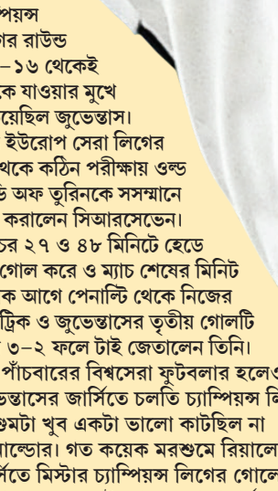

রজত শর্মা।

জেটলি–শুক্লা–শর্মা–ত্রিমুখী সমীকরণের সামনে কার্যত দাঁড়াতেই পারেননি তিরাশির বিশ্বজয়ী দলের তারকা মদন লাল। ডিডিসিএ–র বিদায়ি সভাপতি সিকে খান্নার প্যানেল। কপিলদেব, মাহিন্দার অমরনাথরা বিশ্বজয়ী সতীর্থের পাশে দাঁড়ালেও, ভোটবাক্সে তার প্রতিফলন পড়েনি। প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়ে বিরাট কোহলি, শিখর ধাওয়ান, ঋষভ পন্থদের রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার শীর্ষপদে। আর শুধু দায়িত্বে বসার জন্য বসা নয়, সংগঠনের ক্ষেত্রে তার দক্ষতা কয়েক মাসের মধ্যে প্রতিফলিত।

ভারত–অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ নির্ণায়ক ডুয়েলে তার ছাপ পরিষ্কার। কোটলায় স্বচ্ছ ভারত নীতির যথাযথ বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ম্যাচে দর্শকদের খাবারের গুণগত মান থেকে আগামীদিনে দর্শক–স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সমালোচকরা পর্যন্ত সেকথা মানতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রায় দেড়বছর পর কোটলায় পা রেখে, তা চোখ এড়ায়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানান, ঘুঘুর বাসা ভাঙতে রজত শর্মার মতো নতুন মুখ দরকার ছিল। প্রতিপক্ষ মদন লালকে ছক্কা হাঁকানোর পর কথা দিয়েছিলেন, প্রাক্তন ক্রিকেটারদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার হারিয়ে যাওয়া রীতি ফিরিয়ে আনবেন। কথা রেখেছেন। এদিনের ম্যাচে জাতীয় দলে খেলা রাজ্যের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের দুটি করে ভিভিআইপি পাস দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনি যুদ্ধে শেহবাগ, গম্ভীরের মতো তারকাদের সমর্থনও পেয়েছেন। অরুণ জেটলি–রাজীব শুক্লা লবির সাহচর্য এক্স ফ্যাক্টর হয়েছে। শাসক গোষ্ঠীর এক কর্তার দাবি, জেটলি সরাসরি দাবি সমর্থন না করলেও, লাটাই ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাতে। জেটলির স্ত্রীও সরাসরি রজতের সমর্থনে মুখ খুলেছেন। কলেজ জীবন থেকে রজত–জেটলি পরিচিত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিনিয়র ছিলেন। ডিডিসিএ রাজনীতিতে যা কাজে দিয়েছে রজতের।

প্রথম পরীক্ষাতে লেটার মার্কস নিয়ে সফল। বিরোধীদের দাবি অবশ্য, জেটলি–রাজীবের হাতের পুতুল তিনি। প্রক্সি সভাপতিকে দিয়ে আদৌ কতটা লাভ হবে দিল্লি ক্রিকেটের? রজত শর্মা কিন্তু সাফ বলেছেন, দুই–তিন দশক ধরে ক্ষমতা আগলে থাকা প্রশাসকদের সরিয়েছেন তিনি। এরদ্বারা প্রমাণিত সবাই পরিবর্তনটা চাইছেন। এবার তিনি প্রস্তুত রাজধানীর ক্রিকেট ও তার প্রশাসনে পরিবর্তন আনতে। ক্রিকেট অন্দরমহলের খবর, রজত শর্মার নয়া দৌড় শুধু ডিডিসিএতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। শেহবাগ–গম্ভীরদের টিমে নিয়ে বিসিসিআইয়ে এক্স ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারেন।

বোকাবাক্সে 'আদালত' বসানো রজত শর্মার ক্রিকেটে আসাটা সেদিক থেকে ইঙ্গিতপূর্ণ।

গোল করার পথে সিটির সার্জিও আগুয়েরো।

শালকেকে গোলের বন্যায় ভাসাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৩ মার্চ ঃ গত সপ্তাহে অঘটনের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেখেছিল ফুটবল বিশ্ব। ইউরোপের সেরা টুর্নামেন্টের আকাশ থেকে তারা খসে পড়ার সমস্ত সম্ভাবনা বুধবার রাতেও রয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে অঘটন নয়, বরং যেমন খুশি গোলের খেলায় মত্ত এক দানবীয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে চাক্ষুষ করলেন দর্শকরা। যেখানে এতিহাদ স্টেডিয়ামে প্রি–কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ৭–০ গোলে শালকেকে উড়িয়ে শেষ আটে জায়গা করে নিল পেপ গুয়ার্দিওলা ব্রিগেড। দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন ১০–২। প্রথম লেগে অ্যাওয়ে ম্যাচে পিছিয়ে পড়ে ৩–২ গোলে জিতেছিল ম্যান সিটি। প্রিমিয়ার লিগেও শীর্ষস্থানে রয়েছে তারা। এহেন জোড়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে বুধবার রাতে জার্মান ক্লাবটিকে কার্যত খুন করলেন সার্জিও আগুয়েরোরা। ৩৫ মিনিটে গোল উৎসবের শুরুটা তাঁর পেনাল্টি থেকেই হয়। ৩ মিনিট বাদে স্কোরলাইন ২–০ করেন আগুয়েরো। ৪২ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন লেরয় সানে। প্রথমার্ধে তিন গোলে এগিয়ে যাওয়ায় বিরতির পর আরও বেশি কিছুর আশায় ছিলেন সিটির সমর্থকরা। ৫৬ মিনিটে সানের পাস থেকে সমর্থকদের প্রত্যাশাপূরণের কাজটা শুরু করেন রহিম স্টার্লিং। ৭১ মিনিটে বার্নাড সিলভার গোলের অ্যাসিস্টও সানের ছিল। সিনিয়রদের দাপটের মাঝে সিটির দুই তরুণ সদস্য ফিল ফোডেন ও গ্যাব্রিয়েল জেসাসও গোল করে উৎসবের সমাপ্তি টানেন। একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ে জয়ের পর সিটির ম্যানেজার গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'প্রথম গোলের পর আমরা সিরিয়াস ফুটবল খেলেছি। প্রথমার্ধের শেষ ১৫ মিনিট ও বিরতির পরের প্রথম কোয়ার্টারে ছেলেরা অনবদ্য পারফর্ম করল। তরুণ ফুটবলাররা লড়াই করতে ভয় পায় না। আজকে আবার সেটা প্রমাণিত হল।'